38

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...0.9 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ ...

ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ

ভুলের খেসারত কেন শিক্ষার্থীদের দিতে হবে?

শরিফুজ্জামান পিন্টু

পাঁচটি লেটারসহ ছাত্রটি এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছিল। চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে দু'বছর ধরে। সবকিছু ঠিকঠাক। পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য ফরম পূরণ করেছে যথাসময়ে। কিন্তু হাতে প্রবেশপত্র পৌঁছেনি। এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগের রাত। সরকারী তিতুমীর কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ নবীর হোসেন জনকণ্ঠ অফিসের রিসিপশনে বসা। সাথে পিতাসহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। এ প্রতিবেদককে পিতা বলতে চাইলেন পুত্রের সমস্যার কথা। কিন্তু পুত্র বললো "আব্বা, আমিই বলি।" এরপর তার বলা শুরু। মাথায় উস্কোখুস্কো চুল। সমস্যা বলতে লাগল চিৎকার করে। বের করে দেখাল আবেদন ফরম। টাকা জমা দেয়ার রসিদ ও তথ্য ফরমের ফটোকপি। কোথাও কোন ভুল নেই। একটি জায়গায় শুধু ভুল। তা হচ্ছে কলেজের।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নবীর হোসেন কলেজ ও বোর্ডের যাবতীয় দায়দেনা শোধ করেছে। সর্বমোট ৭শ' ৪২ টাকা জমা দিয়ে সে গ্রহণ করেছে রিসিট। কিন্তু কলেজ টাকা নিয়ে তা জমা দেয়নি বোর্ড অফিসে। যে কারণে নবীর হোসেন প্রবেশপত্র পায়নি। পরীক্ষার অন্তত সপ্তাহখানেক আগে প্রত্যেক কলেজে প্রবেশপত্র পৌঁছার কথা। কিন্তু এবার প্রায় সব কলেজে তা পৌঁছেছে পরীক্ষার মাত্র দু'একদিন আগে। নবীর হোসেনের সব সহপাঠী প্রবেশপত্র পেলেও সে পায়নি। ছুটে গেছে কলেজে। অবশেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা শুরুর আগের দিন (৫ জুলাই) বোর্ডে টাকা জমা দিয়েছে। আবেদন জানিয়েছে প্রবেশপত্র দেয়ার জন্য। কিন্তু টাকা জমা নিলেও বোর্ড প্রবেশপত্র দেয়নি।

শুধু নবীর হোসেন নয়। প্রায় এক শ' ছাত্রের প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি ঢাকা শিক্ষাবোর্ড থেকে। কম্পিউটারে ভুল, রেজিস্ট্রেশনে গরমিল, ফরমে পুরোপুরি তথ্য না থাকা প্রভৃতি কারণে তাদের প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি। কম্পিউটারে ভুলের জন্য দায়ী বোর্ডের লোকজন। কিন্তু প্রিন্টআউট কলেজে পাঠানো হয় সত্যতা যাচাই করার জন্য। কলেজের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে অনেক ভুল ধরা পড়েনি। কবি নজরুল কলেজের ছাত্র তারেক মাহমুদ এ অবস্থার শিকার। বোর্ড ভুল করেছে।

অন্যদিকে এ ভুল কলেজ ধরতে পারেনি। দু'পক্ষের এ ভুলের মাশুল তাকে দিতে হয়েছে পরীক্ষা না দিয়ে। এ ধরনের মাশুল দিয়েছে কালকিনী কলেজ, আশিক মাহমুদ কলেজ, আবুল হোসেন কলেজ, ময়মনসিংহ এ. এম. কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা।

শুধু ফরম পূরণের ক্ষেত্রে নয়, মার্কশীট ও সার্টিফিকেটে এখন অহরহ ভুল পাওয়া যাচ্ছে। আর এ ভুলের জন্য মূলত দায়ী স্কুল, কলেজ ও বোর্ডের লোকজন। মার্কশীট ও সার্টিফিকেটে এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভুল করছে। আর তা ঠিক করার জন্য সাফার করছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। দ্বিতীয় দফায় টাকা ও সময় নষ্ট করে তারা অন্যের ভুলের মাশুল দিচ্ছে।

বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম নিপু। '৮৬ সালে এসএসসি পাস করেছেন। কিন্তু তার জন্মতারিখ স্কুল থেকে লেখা হয়েছে ৩১ জুন। জুন মাস কি কখনও ৩১ দিনে হয়? নিপু এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার্সের ছাত্র। এতদিন বয়স নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হননি। কিন্তু বিসিএস পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত এবার তার পরীক্ষাই দেয়া হয়নি। কুমিল্লা বোর্ড থেকে পাস করা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান পাঁচ শ' টাকা মাশুল দিয়ে বোর্ডের ভুল ঠিক করেছেন। সার্টিফিকেটে তার নাম 'মোহাম্মদ' লেখা ছিল। কিন্তু মার্কশীটে লেখা হয়েছে 'মোঃ'। মিজান এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন মাস্টার্সের ছাত্র। একই বিভাগের ছাত্রী মোছাম্মদ শামীমা নাসরিন শাফিয়া সার্টিফিকেটে নামের ভুল হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন। যশোর বোর্ড থেকে তিনি এসএসসি ও এইচএসসি পাস করেন। একজন ছাত্রীর পক্ষে বোর্ডে গিয়ে ভুল ঠিক করে আনা কত কঠিন, তা কি সার্টিফিকেট লিখক ভেবে দেখেছেন?

এ ধরনের হাজার হাজার ভুক্তভোগী আছেন যারা স্কুল, কলেজ ও বোর্ডের ভুলের কারণে মাশুল দিয়ে যাচ্ছেন। আর কেউ তাড়াতাড়ি কাজটি করাতে চাইলে কিছু গুঁজে দিতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের হাতে। এত গেল স্কুল, কলেজ ও বোর্ডের কথা। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে ভুলের অসংখ্য নজির। গত ৩০ জুলাই শেষ হওয়া সিনেট অধিবেশনে সিনেটররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভুলের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। সিনেটর ও প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান তিনটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৬০০ ছাত্রছাত্রীর নম্বরে গরমিল। যদি এ ভুল ধরা না পড়তো তাহলে অনেক অযোগ্য ছাত্র ভর্তি হতো।

কেউ পরীক্ষা ভাল করেও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ভর্তি হতে পারত না। আবার কেউ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেত। নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে যে ভুল হয়েছে তা ব্যক্ত করতে গিয়ে অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন। তিনি জানান যে, তাঁর মেয়ের ১০ নম্বর যোগ করা হয়নি। অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বলে মেয়ের কম নম্বর পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। কিন্তু অজপাড়াগাঁ থেকে আসা কোন মেয়ে যদি ১০ নম্বর কম পায়, তা কি খতিয়ে দেখার সুযোগ থাকে? সিনেটে অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ ঘটনা ধরা পড়ার পর আমার মেয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে অনীহা প্রকাশ করেছে। তাঁর মেয়ের ভাষায়, 'যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তরা এ ধরনের ভুল করতে পারে, সেখানে আমি পড়ব না।' যশোর বোর্ড থেকে বিজ্ঞানে প্রথম হয়ে আসা ছাত্রটি এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভর্তি পরীক্ষায় সে ১৬তম স্থান অধিকার করে।

কিন্তু জনৈক শিক্ষক তার নম্বর যাচাই করে দেখতে পান যে, তাঁর মোট নম্বরের সাথে পরিসংখ্যানের নম্বর যোগ করা হয়নি। এ বিষয়ের নম্বর যোগ করার পর সে ১৬তম স্থানের পরিবর্তে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র জিল্লুর রহমান অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কিন্তু মার্কশীটে দেখতে পায় যে তার একটি ইনকোর্সের নম্বর যোগ হয়নি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। ইনকোর্সের নম্বর যোগ করার পর সে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে দেয়া হয়েছে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম তবে ব্র্যাকেটে একটি 'এ'। জিল্লুর রহমান সার্টিফিকেটে এই 'এ' অক্ষরটি বহন করতে রাজি নন। তাঁর মতে, এত কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। যতটুকু প্রাপ্য তাই পেতে চাই। প্রথম হয়ে আমি, 'এ' বহন করবো কেন? একই বিভাগের একজন ছাত্র ১২ বছর পর কোর্টের রায়ে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন।

শুধু মার্কশীট বা সার্টিফিকেটে নয়, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রেও ভুল হয়। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রিলিমিনারি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ১২টি ভুল পাওয়া গেছে। এমন ধরনের ভুল ছিল যার জন্য একটি প্রশ্নের অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত ভুলের বিভিন্ন খতিয়ান লিখে শেষ করা যাবে না। আমাদের জন্য দুঃসংবাদ হচ্ছে ভুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অথচ এ জন্য খেসারত দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আর যারা এ ধরনের কাজ করছে, যাদের অবহেলা, উদাসীনতা ও খামখেয়ালীপনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, তারা থেকে যাচ্ছে আড়ালে আবডালে। তাদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। আমরা চাই তাদের মুখোশ উন্মোচন হোক। তারা অভিযুক্ত হোক ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে। এ প্রত্যাশা রইল ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে। এই লেখা বেরুনোর পর আমরা অপেক্ষা করবো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নেন।